

কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ী
সুলতান
মুহাম্মাদ
ফাতিহ

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক



গার্ডিঘান
পা ব লি কেশ ন

প্রকাশকের কথা

বয়স মাত্র ২১। সদ্য কৈশোর পেরোনো মুহাম্মাদের যৌবনযাত্রা শুরু মাত্র। তিনি স্বপ্ন দেখছেন, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুরক্ষিত ও মর্যাদাপূর্ণ শহর কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের। অথচ এই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁর জন্মদাতা পিতা সুলতান মুরাদ। তারও আগে ২৩ বার চেষ্টা করেছিল উসমানীয়রা। কিন্তু দুর্দমনীয় মুহাম্মাদ লক্ষ্যে যেন স্থির, আরাধ্য স্বপ্নে বিভোর। তিনি স্বপ্ন দেখলেন, নবিজির হাদিস থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে—

‘নিশ্চিতরূপে তোমরা (মুসলিমরা) কুসতুনতিনিয়া (কনস্ট্যান্টিনোপল) জয় করবে। কতই না উত্তম হবে সেই শাসক! কতই না উত্তম হবে সেই সেনাবাহিনী!’

২১ বছর বয়সে ১৪৫৩ সালের ২৯ মে কনস্ট্যান্টিনোপল শহরে প্রবেশ করলেন তরুণ তুর্কি সুলতান মুহাম্মাদ। আয়া সোফিয়াতে জুমার খুতবা দিয়ে এক নতুন দিনের বার্তা দিলেন বিশ্ববাসীকে। নামের সাথে যুক্ত হলো আল ফাতিহ (বিজেতা)। পূর্বপুরুষরা যা পারেনি, অনড় মনোবল, তাকওয়া আর নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে তা করে দেখালেন তিনি।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহকে এ কারণেই আমাদের পড়তে হবে, বুঝতে হবে। কীভাবে তারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়, তা বুঝতে মুহাম্মাদ ফাতিহকে জানতে হবে। বিজয়ের জন্য লাগে বিপুল হিম্মত, দুঃসাহসী মনোবল আর বিরাট কলিজা। সুলতান ফাতিহ যেন সেটাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন আজ থেকে পৌনে ছয়শো বছর পূর্বে।

সুলতান ফাতিহ’র কাছে আমরা শেখব, খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয়। নতুন কর্মপরিকল্পনা সাজিয়ে কীভাবে বিজয়ের মালা পরতে হয়। কনস্ট্যান্টিনোপল শহরের সুরক্ষিত প্রাচীর কোনোভাবেই ভেদ করা যাচ্ছে না। দিন-রাত চলছে কামানের গোলাবর্ষণ। গোল্ডেন হর্নের শিকলের বাইরে অপেক্ষা করছে অটোম্যান নৌবাহিনী। দিন-রাত গোলাবর্ষণের পরও দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ উসমানীয় সেনারা। মুহাম্মাদ বুঝলেন, এই দেয়াল এত সহজে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার পাত্র নয়। তবুও হতাশ না হয়ে প্রাচীরের ওপর দিন-রাত কামান দাগাতে থাকে মুহাম্মাদের বাহিনী। অনবরত কামান দাগার ফলে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয় কামানে। কামানের বারুদ বিস্ফোরিত হয়, মারা যান কামানের প্রখ্যাত নকশাকার উরবান। মুহাম্মাদের জন্য এক বিরাট আঘাত!

এদিকে বাইজান্টাইনদের সাহায্য করতে আসা পশ্চিমা জাহাজগুলোকে গোল্ডেন হর্ন থেকে হঠাতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লেন সুলতান। বরখাস্ত করলেন নৌপ্রধান আওগালিকে। কঠিন এই সময়ে প্রধান উজির পাশা সুলতানকে পরামর্শ দিলেন সন্ধির। সুলতান দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত লড়াইয়ের ঘোষণা দিলেন।

একুশ শতকের আজকের মুসলিম তারুণ্যকে অনমনীয় চরিত্র সুলতান ফাতিহকে জানা তাই খুবই জরুরি। আমরা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ থেকে জানব—কীভাবে প্রতিকূল অবস্থাকে অনুকূলে এনে বিজয় মুকুট পড়তে হয়।

গোল্ডেন হর্নে বিস্তৃত শিকলের কারণে অটোম্যান নৌবাহিনী ভেতরে প্রবেশ করতে পারছিল না। মুহাম্মাদ এই প্রতিকূলতাকে জয় করলেন এক অভাবনীয় পরিকল্পনায়। তাঁর জাহাজগুলোকে স্থলভাগের ওপর দিয়ে শিকলের রক্ষিত এলাকা অতিক্রম করে আবার পানিতে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। কল্পনা করতে পারেন, স্থলপথে জাহাজ চালিয়ে নেওয়া! কীভাবে সম্ভব? মুহাম্মাদ কাঠের রাস্তার ওপর তেল-চর্বি ছড়িয়ে দিলেন। তৈরি হলো পিচ্ছিল স্থলপথ। উসমানীয়রা যখন জাহাজগুলোকে টেনে নিচ্ছিল, তখন রোমানরা ঘুণাঙ্করেও টের পায়নি—কী হতে চলছে। এরপর তো ইতিহাস! ভেঙে পড়ল বাইজান্টাইনদের প্রতিরক্ষা বৃহৎ।

নবিজির ভাষায় উত্তম সেনাপতি হিসেবে নাম লেখা হলো উসমানীয় তরুণ শার্দুল মুহাম্মাদ আল ফাতিহ'র। মুসলিম দুনিয়ায় আজও তাঁর বীরত্বগাঁথার চর্চা হয়। তিনি আজও কোটি বিশ্বাসী প্রাণে প্রেরণার মিনার হয়ে আছেন।

বাংলা ভাষায় সুলতান ফাতিহকে নিয়ে আরও কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রফেসর জনাব ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক তারই ধারাবাহিকতায় নতুন এক সংযোজন এনে দিলেন। ড. যুবাইর একজন অসাধারণ মেধাবী মানুষ। ইতিহাসকে তুলে ধরেন নির্মোহভাবে রেফারেন্স দিয়ে। গার্ডিয়ানের প্রতি আস্থা রাখার জন্য সম্মানিত লেখকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। আশা করছি, সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ নিয়ে এই গ্রন্থ বাংলাভাষী তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে নতুন করে আশার প্রদীপ জ্বলে দেবে, ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

১০ ডিসেম্বর, ২০২০

লেখকের কথা

পৃথিবীর সমৃদ্ধ ও প্রাচীন নগরীসমূহের অন্যতম হলো কনস্ট্যান্টিনোপল। বর্তমানে ইস্তানবুল নামে পরিচিত এই শহরটি হাজার বছর ধরে নানা জাতির মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত এ শহরে খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রারম্ভে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন দ্যা গ্রেট রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তর করেন। নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ধারণ করে শহরটি ক্রমেই গৌরব ও খ্যাতির চূড়ায় উপনীত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সময় পৃথিবীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহর ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল। শুধু তাই নয়; এটি ছিল সমকালীন দুনিয়ার অন্যতম পরাশক্তি বাইজেন্টাইন (বা পূর্ব রোমান) সাম্রাজ্যের রাজধানী।

মহানবি হজরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর পত্রযোগাযোগ তাৎক্ষণিক কোনো ফল বয়ে না আনলেও তিনি জানতেন, অদূর ভবিষ্যতে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। তিনি বাইজেন্টাইন রাজধানী বিজয়ের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন—‘অচিরেই কুসতানতিনিয়্যাহ (কনস্ট্যান্টিনোপল) বিজিত হবে। সেই বিজেতা আমির কতই না উত্তম! আর কতই না উত্তম সেই সেনাদল!’

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুসংবাদ বাস্তবায়নের গৌরব অর্জন করার লক্ষ্যে বহু খলিফা, গভর্নর ও সেনাপতি কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সুরক্ষিত শহরটির জয় অধরাই থেকে যায়। অবশেষে মহানবি ﷺ-এর সুসংবাদ প্রদানের আটশো বছরেরও বেশি সময় পর উসমান বংশীয় তুর্কি সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ ১৪৫৩ সালে কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের গৌরব অর্জন করেন। তাই তিনি ‘ফাতিহ’ নামে সমধিক পরিচিত। মধ্যযুগের ইতিহাসে এটি ছিল বিরাট যুগান্তকারী ঘটনা। ইতিহাসবিদগণ এটিকে আধুনিক ও মধ্যযুগের সীমানা নির্ধারক ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন। বহু শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের ঘটনা এখনও ইতিহাস অধ্যয়নে গুরুত্ব বহন করে চলছে।

এই গ্রন্থে আমরা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ কর্তৃক কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ সবিস্তারে উপস্থাপন করব। তবে আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে প্রথমেই আনাতোলিয়া ও রোমেলিয়ায় উসমানি সালতানাতের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের বৃত্তান্ত উল্লেখ করা হবে। পাশাপাশি বিশ্বত নগরী কনস্ট্যান্টিনোপলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও উপস্থাপন করা হবে।

এই গ্রন্থ রচনায় আমরা যথাসম্ভব নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার চেষ্টা করেছি। ইংরেজি ভাষায় রচিত তথ্যসূত্রের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর না করে আরবিতে রচিত গ্রন্থের সহায়তাও নেওয়া হয়েছে।

কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ইতিহাসবিদ ও যাজকের বিবরণ এবং কিছু তুর্কি গ্রন্থের সহায়তা নেওয়ায় এই বইয়ের মৌলিকত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি। গ্রন্থটি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ অব্যাহতভাবে উপদেশ, পরামর্শ ও তাগাদা দিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণামূলক লেখার নিয়মকানুন অনুসরণের পাশাপাশি গ্রন্থের ভাষা গণমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে। তথ্যসূত্রও যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষে একটি তথ্যপঞ্জি সংযোজন করেছি। এতদসত্ত্বেও কোনো ভাষাগত, তথ্যগত বা অন্য কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠকের চোখে ধরা পড়লে তা আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা কবুল করুন!

ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আগস্ট, ২০২০

সূচিপত্র

উসমানি সালতানাত : সূচনা হতে প্রতিষ্ঠালাভ	৯
ওরহান বিন উসমান	১৬
প্রথম মুরাদ	২৬
প্রথম বায়েজিদ	৩৪
গৃহযুদ্ধ এবং খণ্ড-বিখণ্ড সালতানাত	৪৬
প্রথম মুহাম্মাদ	৪৯
মহামতি মুরাদ	৫৩
মুহাম্মাদ ফাতিহ : প্রাথমিক জীবন	৬৪
বিশ্রুত নগরী কনস্ট্যান্টিনোপল	৬৭
কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়	৯২
সুলতানের অন্যান্য কার্যাবলি	১৫৮
উপসংহার	১৮১
পরিশিষ্ট	১৮২
তথ্যসূত্র	১৮৯

উসমানি সালতানাত : সূচনা হতে প্রতিষ্ঠালাভ

ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে উসমানি সালতানাতের সূচনা হয়, যখন চারিদিকে মুসলমানদের দুর্দশা ক্রমেই প্রলম্বিত হচ্ছিল, আর মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো একে একে ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছিল। আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ ছিল মুসলিমদের গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক। মোঙ্গল রক্তপিপাসু চেঙ্গিজ খানের পৌত্র হালাকু খান ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা চালিয়ে সেই শহরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলো।

ঠিক যে সময়ে প্রাচ্যের মুসলিম রাজ্যগুলো একের পর এক ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছিল, সেই একই সময়ে পশ্চিমে অর্থাৎ স্পেনেও মুসলিমদের গৌরবগাঁথা স্তিমিত হয়ে আসছিল। সেই দেশের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো উদীয়মান খ্রিষ্টান শক্তির দাপটে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে তাতার বাহিনী আর পশ্চিমে খ্রিষ্টান বাহিনী—এই দুই শক্তির উত্থানে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুসলিম রাজ্যগুলো বিরাট হুমকির সম্মুখীন হয়।

সৌভাগ্যের বিষয় ছিল, এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে উল্লিখিত শক্তিগুলো সম্মিলিতভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি; বরং প্রত্যেকে বিচ্ছিন্নভাবে নিজস্ব উপায় ও পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছে।

মোঙ্গলদের উদ্দেশ্য ছিল সব শক্তিকে ভেঙে চুরমার করে পৃথিবীব্যাপী নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানশক্তির প্রধান লক্ষ্য ছিল তাদের ভূখণ্ডে অবস্থিত মুসলিম সাম্রাজ্য ধ্বংস করা।

এমন সঙ্কিন পরিস্থিতিতেও মুসলিম বিশ্বে এমন কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিল, যারা এ জাতির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট ছিল। যেমন : আনাতোলিয়ার সেলজুক তুর্কি, মিশরের মামলুক এবং দূর পশ্চিমের (বর্তমান মরক্কোর) ইসলামি শক্তি। এসব রাজ্যে বিতাড়িত সাধারণ মুসলিম নাগরিক, আলিম-ওলামা, ও যোদ্ধারা আশ্রয় খুঁজে পেতেন। তিন শক্তির মাঝে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও তৎপর ছিল আনাতোলিয়ার সেলজুক তুর্কিরা।

তুর্কিদের প্রচেষ্টায় ইসলামের গৌরবগাঁথা পুনঃরচিত হয়। স্পেন হতে মুসলিমদের বিতাড়নের মাধ্যমে ইউরোপকে মুসলিমশূন্য করার প্রক্রিয়া শুরু হলেও তুর্কিদের মাধ্যমে এশিয়া মাইনর দিয়ে মুসলিমরা আবার ইউরোপে জায়গা করে নেয়। এখানকার শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ সেলজুক তুর্কিদের

সামরিক দক্ষতার কারণে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সীমানা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ্বে তাদের সাথে যুক্ত হয় তুর্কিদের আরেকটি গোষ্ঠী, যারা মোঙ্গল আক্রমণের মুখে স্বদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসে। ইতিহাসে তারা উসমানি তুর্কি বা অটোম্যান টার্কস নামে পরিচিত।^১

উসমানি সালতানাতের সূচনা

তুর্কিস্থানের ওরগুজ জনগোষ্ঠীর একটি কবিলার নাম কাইখান; যাদের বসবাস ছিল মধ্য এশিয়ার আলতাই পর্বতমালার পূর্ব পাশে। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে মোঙ্গলরা তাদের রাজ্যে আক্রমণ করলে কাইখান খোত্রের একটি শাখা স্বভূমি ত্যাগ করে পশ্চিমাভিমুখী হয়। নানা দেশ ঘুরে এক পর্যায়ে তারা সুলায়মান শাহ-এর নেতৃত্বে কারমানে পৌঁছায়। তারা সেখানে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক সুলতান জালালুদ্দিন মঙ্গোবর্দি খাওয়ারিজম শাহ (১১৯৯-১২৩১)-এর সাথে মোঙ্গলবিরোধী লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে। খাওয়ারিজম শাহ-এর রাজ্যের পতন হলে কাইখান সম্প্রদায়ের লোকেরা কুর্দিস্তান অভিমুখে রওয়ানা দেয়। অতঃপর তারা পৌঁছে আরজানজানে। শান্তিপূর্ণ এ দেশের সবুজ-শ্যামল ক্ষেত্র সুলায়মান শাহকে মুগ্ধ করে, কিন্তু সেখানে তাদের অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পর মোঙ্গল যোদ্ধারা নেতা নির্বাচনের জন্য তাদের রাজধানী কারাকোরামে ফিরে যায়। ওদিকে সুলায়মান শাহ মনে করেন, মোঙ্গল বিপদ স্থায়ীভাবে অপসারিত হয়েছে। তাই তিনি নিজ দেশে অর্থাৎ তুর্কিস্তানের নাজাদে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। পশ্চিমধ্যে আলেঞ্জোর সন্নিকটে কিল্লাজা জা'বার-এ ফোরাতে নদী পার হতে গিয়ে ডুবে মারা যান সুলায়মান শাহ। এটি ১২৩১ সালের (৬২৯ হি.) ঘটনা। এখনও সেখানে তাঁর কবর 'তুর্ক মাজারি' নামে পরিচিত।

পিতার মৃত্যুর পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সুলায়মানের পুত্ররা মতভেদে জড়িয়ে পড়ে। বড়ো ও মেজো ছেলে এবং তাদের সাথে কাইখান কবিলার বেশিরভাগ মানুষই নাজাদে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। তবে সুলায়মান-পুত্র আরতুগরুল ও তাঁর ছোটো ভাই দিনদার (১২০১-১২৯৮) এবং তাদের কবিলার চারশো সদস্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ দেশে না ফিরে এশিয়া মাইনর অভিমুখে রওয়ানা করে। রোমান সেলজুকদের সীমান্তে পৌঁছে তাঁরা দেখতে পায়, চেঙ্গিজ খানের পুত্র আওকাতাই-এর বাহিনী সেলজুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আরতুগরুল স্বজাতির পক্ষ নিলেন; তাঁর সহায়তায় সেলজুকরা মোঙ্গল বাহিনীকে তাড়িয়ে দিলো। কুনিয়ার^২ শাসক আলাউদ্দিন সেলজুকি প্রতিদানস্বরূপ আরতুগরুলকে বিশাল এক জায়গির দেন। তারপর তাঁকে এসকিশহর^৩ অঞ্চলের আমির পদে নিযুক্ত এবং 'সুলতান আওনি' উপাধিতে ভূষিত করেন। নয়া আমির

১. আবদুল আজিজ আবদুস সালাম ফাহমি, (ফাহমি, ১৯৯৩ : ৯-১০), *আস-সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ : ফাতিহুল কুসতানতিনিয়াহ ওয়া কাহিরুর রুম*, পৃ. ৯-১০

২. কুনিয়া : বর্তমানে তুরস্কের মধ্য আনাতোলিয়ায় অঞ্চলের একটি প্রদেশ, আয়তনের বিচারে এটি তুরস্কের সর্ববৃহৎ প্রদেশ।

৩. এসকিশহর : বর্তমানে তুরস্কের একটি প্রদেশ, এর রাজধানীর নামও এসকিশহর।

আরতুগরুল সেলজুক নেতার চিহ্ন তথা নবচন্দ্রকে নিজেদের নিশান হিসেবে গ্রহণ করেন, যা এখনও তুরস্কের পতাকায় বহাল রয়েছে।^৪

সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান

১২৫৮ সাল, (৬৫৬ হি.) মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়ের বছর। এ বছর মোঙ্গল নেতা হালাকু খান বাগদাদ ধ্বংস করে 'আব্বাসি খিলাফতের অবসান ঘটায়। সেই বছরেই দুনিয়ার বুকে এমন এক ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন, যিনি মুসলিমদের হৃত গৌরব এবং হারানো সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেন। তিনি হলেন আরতুগরুলের পুত্র উসমান। তরুণ বয়সেই তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন; এমনকী পছন্দের পাত্রীকে বিয়ে করতে গিয়েও তাঁকে বীরত্ব প্রদর্শন করতে হয়। তীব্র প্রতিযোগিতার পর তিনি স্থানীয় সর্দারকে পরাজিত করেন। এরপর জনৈক দরবেশ তুরুদের পরমা সুন্দরী কন্যা মাল খাতুনকে বিয়ে করেন। ১২৮৮ খ্রিষ্টাব্দে (ভিন্নমতে ১২৮১ সালে) বা ৬৮৭ হিজরিতে উসমান-পুত্র ওরহানের জন্ম হয় এবং সে বছরই পিতা আরতুগরুল মারা যান। (কাদের, ২০০৮ : ২৩)

^৪. ফাহমি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২; মুহাম্মদ ফরিদ বেক, (তারিখুদ দাওলাহ আল-'আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, পৃ. ১১৫।)

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের প্রস্তুতি

বাইজেন্টাইন সম্রাট যখন প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ অবরোধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। অভিযানের পূর্বে তাঁর প্রস্তুতির উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কামান ও দুর্গ নির্মাণ।

রোমেলি হিসার নির্মাণ

কনস্ট্যান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সুলতান প্রথমেই বসফোরাসের ইউরোপীয় তটে একটি দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। সংবাদ পেয়ে বাইজেন্টাইন সম্রাট অত্যন্ত জোরালো আপত্তি জানিয়ে দূত প্রেরণ করেন। সুলতানের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেন—

‘আপনার পূর্বপুরুষ ওরহানপুত্র মুরাদের আদ্রিয়ানোপল জয়ের একশত বছর হতে চলল, অথচ কোনো সুলতান বসফোরাসের ইউরোপীয় তটে দুর্গ বানাতে চাননি। প্রণালির আনাতোলিয়া অংশে একটি দুর্গ নির্মাণের পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষ সুলতান মুহাম্মাদ বহুদিন অপেক্ষা করেন বাইজেন্টাইন সম্রাট ম্যানুয়েলের অনুমতির জন্য। অথচ আনাতোলিয়ায় বহুদিন ধরে তুর্কিরাই শাসন করে আসছিল। এখন আপনার সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। তবুও আপনি পন্টিক সাগরে (কৃষ্ণসাগর) ফ্রাঙ্কদের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করতে মনস্থ হয়েছেন, আমাদের ক্ষুধায় মারতে চান এবং বাণিজ্যসূত্রে আমরা যে রাজস্ব পাই, তা হতে আমাদের বঞ্চিত করতে চাইছেন! আপনার পরিকল্পনা পরিবর্তন করুন, আমরা মিনতি করছি। আমরা আপনার ভালো বন্ধু হিসেবে থাকব, যেমন ছিলাম আপনার পিতা মহান শাসক মুরাদের। এমনকী আপনি কর চাইলে আমরা তাও আদায় করতে রাজি।’^৫

বাইজেন্টাইন সম্রাটের আপত্তির জবাবে সুলতান বললেন—

‘আমার শাসনাধীন এলাকায় দুর্গ নির্মাণের অধিকার আমার আছে। আপনি কি ভুলে গেছেন আমার পিতার অসুবিধার কথা, যখন আপনার সম্রাট হাঙ্গেরিয়ানদের সাথে জোট বেঁধে স্থলভাগে আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল? আর ফ্রাঙ্ক রণতরিগুলো হেলসপন্টে (দার্দানেলিস) ঢুকে গ্যালিপোলির মুখ বন্ধ করে আমার পিতার প্রণালি অতিক্রমে বাধা সৃষ্টি করেছিল।...সেই সঙ্গিন মুহূর্তে আমার পিতা বহু কষ্টে বসফোরাস অতিক্রম করেছিলেন। তখন তিনি শপথ করেছিলেন, প্রণালির আনাতোলিয়া অংশে যে দুর্গ আছে, সেটির ঠিক বিপরীতে পশ্চিম তটে একটি দুর্গ নির্মাণ করবেন; তবে তিনি সফল হতে পারেননি। আল্লাহর সাহায্যে আমি তা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। আমি কি আমার আমার অধিরাজ্যে যা ইচ্ছা তা নির্মাণ করতে পারি না? (দূতগণ!) যান! আপনাদের সম্রাটকে বলুন, এই শাসক তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো নন। তাঁরা যা সম্পন্ন করতে

^৫. Ducas, *op.cit.*, p. 65-6.

পারেননি, সেটির বাস্তবায়ন এখন তার হাতের মুঠোয়। তাঁরা যা করার উদ্যোগ পর্যন্ত নেননি, তা সম্পাদনে ইনি শুধু ইচ্ছুকই নন; বরং অতি তৎপর। এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য যদি আবারও কোনো দূত পাঠানো হয়, তাহলে এমন হতে পারে, তিনি মাথা নিয়ে ফিরে যেতে পারবেন না।^৬

দুর্গ নির্মাণের জন্য সমগ্র সালতানাত হতে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। বহু অজ্ঞাত স্থানে চুল্লি নির্মাণ করে Lime প্রস্তুত করে দুর্গ নির্মাণের স্থানে আনা হয়। নিকোমিডিয়া (ইজমিত) ও পন্টিক হেরাক্লিয়া (কারাদেনিজ এরেলি) হতে আনা হয় কাঠ এবং আনাতোলিয়া হতে আনা হয় পাথর। এভাবে উপকরণ ও শ্রমিক জোগাড় সম্পন্ন হলে দুর্গ নির্মাণ তদারকির জন্য ১৪৫২ সালের মার্চে সুলতান মুহাম্মাদ নিজে বের হন রাজধানী আদ্রিয়ানোপল হতে।

বসফরাসের এশীয় তীরে যেখানে সুলতান বায়েজিদ আনাতোলি হিসার বা কুজাল হিসার নামে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, সেটির ঠিক বিপরীতে ইউরোপীয় তটে নতুন দুর্গ নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করেন। ত্রিভুজ আকৃতির দুর্গের প্রতিটি কোণায় একটি করে টাওয়ার নির্মাণ করা হয়; দুটি টাওয়ার ছিল সাগরের দিকে, আরেকটি স্থলভাগের দিকে। শিশার প্রলেপযুক্ত টাওয়ারগুলোর বেধ ছিল ৩২ ফুট, আর দেয়ালের বেধ ছিল ২২ ফুট।

সুলতান নিজে উপস্থিত থেকে দুর্গ নির্মাণের কাজ তদারকি এবং তাঁর মন্ত্রীদেও সম্পৃক্ত করেন। তিনটি টাওয়ার নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয় তিন মন্ত্রী যথা— খলিল পাশা, জাগনুশ পাশা ও সারিজা বেগের ওপর। আর দেয়াল নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ তত্ত্বাবধান করেন সুলতান মুহাম্মাদ। এভাবে নিবিড় তত্ত্বাবধানে তিন বা চার মাসের মধ্যেই নির্মিত হয় নতুন দুর্গ। সুলতান এটির নাম রেখেছিলেন বুগাজকেসেন, বসফোরাসের ইউরোপীয় তটে অবস্থিত বলে তুর্কিদের কাছে যা রোমেলি হিসার নামে পরিচিত। বাইজেন্টাইন ইতিহাসবিদগণের বিবরণে এটির নাম দেওয়া হয়েছে Laemocopia বা Pas-Chesen; দুটোরই অর্থ Cut-Throat। বসফোরাসের সবচেয়ে সংকীর্ণ পয়েন্টে (৬৬০ মিটার) দুই পাশে দুটি দুর্গ দাঁড়িয়ে যাওয়ায় প্রণালির ওপর সুলতানের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কিদের অনুমতি ব্যতীত কোনো জাহাজের পক্ষে প্রণালি অতিক্রম অসম্ভব হয়ে পড়ে।^৭

দুর্গ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর খলিল পাশা কর্তৃক নির্মিত টাওয়ারের ওপর একটি কামান স্থাপন করা হয়। অতঃপর অত্যন্ত বিশ্বস্ত ফিরোজ আগাকে দুর্গাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে নিম্নরূপ নির্দেশ দেন সুলতান মুহাম্মাদ—

^৬ Ducas, *op.cit.*, p. 66.

^৭ Laonicus Chalcocondylas, *Turkish History* (Book VIII), p. 42; Ducas, *op.cit.*, p. 66; বেক, প্রাগুক্ত, ১৬১; উজতুনা, প্রাগুক্ত, ১৩১; Gibbon, *op.cit.*, p. 11; Vasiliev, *op.cit.*, p. 646-47; Walsh, *op.cit.*, p. 548.

‘হেলসপন্ট হতে পন্টিক সাগরে যাওয়ার সময় কিংবা পন্টিক সাগর হতে হেলসপন্টে যাওয়ার সময় যেকোনো রাজ্যের যেকোনো ধরনের/আকারের নৌযান (এমনকী সুলতানের নৌযানও) যেন পাল না নামিয়ে এবং টোল আদায় না করে বসফোরাস অতিক্রম করতে না পারে। কোনো জাহাজ এ নির্দেশ মানতে না চাইলে সেটিকে যেন কামানের গোলায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়।’^৮

আরও কিছু প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করে দুর্গরক্ষায় চারশো সৈনিক নিয়োগ দিয়ে আদ্রিয়ানোপলে ফিরে যান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ।

বসফোরাসের থ্রাসিয়ান প্রান্তে নির্মিত দুর্গটির অবস্থান কনস্ট্যান্টিনোপল হতে খুব একটা দূরে ছিল না। তাই নগরবাসীর মনে রোমেলি হিসার চরম ভীতির সঞ্চার করেছিল—যার বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন ইতিহাসবিদ ডুকাসের বিবরণে। তিনি লিখেছেন—

‘Now the end of the city is near. Now the signal is sounding for the end of our nation, now is the time of Antichrist. What shall we do, and what will be our fate? O Lord! Let our lives be taken from us, before the eyes of Thy servants can see the destruction of the city; let not Thy enemies say, O Lord! ‘Where are the Saints who keep watch over it?’⁹

‘শহরের পতন অত্যাঙ্গন। আমাদের জাতির ধ্বংসের ইঙ্গিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এখন তো খ্রিষ্টবিরোধীদের সময়। আমরা কী করব, আমাদের ভাগ্যে কী আছে? প্রভু! আপনার বান্দারা শহরের ধ্বংস দেখার আগে আমাদের জীবন নিয়ে নিন! আপনার শত্রুরা যেন বলতে না পারে, প্রভু! সাধু পুরুষরা কোথায়, যারা একে রক্ষা করবে?’

সুলতানি কামান

যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় কনস্ট্যান্টিনোপল হতে পালিয়ে সুলতানের কাছে হাজির হন হাঙ্গেরিয়ান কামান প্রকৌশলী উর্বান। তিনি প্রথমে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের কাছেই গিয়েছিলেন। কিন্তু তার দাবিমতো বেতন এবং কামান বানানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা সম্রাটের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই উর্বানকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সম্রাটকে ছেড়ে সুলতানের কাছে চলে আসেন। সুলতান হাঙ্গেরিয়ান প্রকৌশলীকে সাদরে বরণ করে তাকে বৃহদাকারের কামান নির্মাণের আদেশ দেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হতে ব্রোঞ্জ, সালফার, সোরা ও তামাসহ কামান নির্মাণ ও ব্যবহারের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা হয়। প্রকৌশলী উর্বানের জন্য সুলতান সম্মাজনক ভাতা নির্ধারণ

^৮. Ducas, *op.cit.*, p. 70.

^৯. Ducas, *op.cit.*, p. 65; Vasiliev, *op.cit.*, p. 646.

করেন। ডুকাসের মতে—এর এক-চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক দেওয়া হলেও উর্বান কনস্ট্যান্টিনোপলে থেকে যেতেন।^{১০}

তারপর উর্বান তিন মাসের মধ্যে অনেকগুলো কামান নির্মাণ করেন। এগুলোর মাঝে একটি ছিল বিরাট আকারের। এত বড়ো কামান এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। এটির নকশা করেছিলেন সুলতান নিজে, ওজন ছিল ৭০০ টন, উৎক্ষিপ্ত গোলার ওজন ছিল ১২ হাজার রতল^{১১}। এদিনে কামানটির পরীক্ষামূলক ব্যবহারের সময় তীব্র নিনাদ সৃষ্টির ব্যাপারে নগরবাসীকে সতর্ক করা হয়েছিল। এক মাইল দূরে কামানের যে গোলা পড়েছিল, তা ছয় ফুট (এক কোলাজ) গভীর গর্ত সৃষ্টি করেছিল, আর আওয়াজ শোনা গিয়েছিল তেরো মাইল দূর হতে (১০০ Stade)। তুর্কিরা এর নাম দিলো ‘সুলতানি কামান’।^{১২}

১৪৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতে কামানটি এদিন থেকে বের করা হয়। ৩০ ওয়াগন সংযুক্ত করে ষাটটি ষাঁড়ের মাধ্যমে কামানগুলো টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ডানে-বামে বিচ্যুতি হতে রক্ষার জন্য দুই পাশে ছিল দুইশো শ্রমিক। সামনে ছিল পঞ্চাশজন কাঠমিস্ত্রী ও দুইশো শ্রমিক। এদের কাজ ছিল এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা সংস্কার এবং প্রয়োজনে কাঠসেতু নির্মাণ করা। এভাবে দুই মাসের সফর শেষে ৫ এপ্রিল কামানগুলো কনস্ট্যান্টিনোপলের কাছে পৌঁছে যায়। বড়ো কামানটি প্রথমে স্থাপন করা হয় ক্যালিগ্যারিয়া নামক জায়গায়, যেখানে নগরপ্রাচীরের সামনে পরিখা ছিল না। পরে অধিক কার্যকারিতার সাথে ব্যবহারের জন্য সেটিকে সেন্ট রোমানাস গেটের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। রসদভাঙারে নতুন অস্ত্রের জোগানে সুলতান খুশি হন। উর্বানও অন্য প্রকৌশলীদের তিনি দুই হাত ভরে দেন।^{১৩}

^{১০}. Ducas, *op.cit.*, p. 71; Dolfin, *op.cit.*, p. 127.

^{১১}. এক রতল = ৪০ তোলা

^{১২}. Jones, *op.cit.*, p. 53; 70-71.

^{১৩}. Leonard, *op.cit.*, pp. 16, 18; বেক, প্রাগুক্ত পৃ., ১৬১; উজতুনা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; Vasiliev, *op.cit.*, p. 650; Ostrogorsky, *op.cit.*, p. 506; Gibbon, *op.cit.*, p. 13; Ducas, *op.cit.*, p. 77-78.